



অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ
এবং
ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা একটি স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ কার্যক্রম। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহায়তা করে। বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার বর্ধিত গুরুত্ব বিবেচনায় সকল সরকারি সংস্থার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করার এখনই উপযুক্ত সময়।

অর্থ বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার (MDA) জন্য একটি পেশাদার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত ইউনিট পরিচালনার জন্য একটি মডেল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরীক্ষা সনদে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার নিরপেক্ষতা, এক্সেস এবং ক্ষমতায়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। MDA -এর কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে এই ম্যানুয়ালটির নিয়ম এবং ধারণাগুলি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিটসমূহ বাস্তবায়ন করবে।

এই ম্যানুয়ালটিতে MDA-এর জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কৌশল, পদ্ধতি এবং কর্মপন্থা সম্বলিত একটি বিস্তৃত কাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত MDA ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ও দায়িত্ব এই ম্যানুয়ালে বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত কাঠামো আন্তর্জাতিক মান এবং MDA-এর জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত। আশা করা যায় যে, বাস্তবায়নকারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনগণ এই ম্যানুয়ালটিকে দরকারি এবং ব্যবহারিক বলে বিবেচনা করবেন।

বাংলাদেশের আইনি কাঠামোও নিরীক্ষা পরিবেশ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা ও পদ্ধতির বিষয়বস্তু সংশোধন করার প্রয়োজন হলে তা পর্যালোচনা করার দায়িত্ব অর্থ বিভাগের। এই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়ালটি প্রতি তিন বছরে MDA এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হবে।



ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

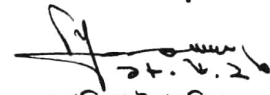
আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাক-কথা

সরকারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন কার্যক্রমের ঝুঁকিসমূহ (risks) চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের সুপারিশ করা হয়। প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের আলোকে কার্যসমূহ পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাইসহ নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সহজ হয়। সর্বোপরি, সরকারি কাজে জবাবদিহিতা ও দক্ষতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ (Internal Audit Charter) এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল (Risk-based Audit Manual) প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়ালটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। পার্ট-১ এ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পটভূমি, আইনগত ভিত্তি, উদ্দেশ্য, নীতি এবং ধারণা বর্ণিত হয়েছে। পার্ট-২ এ 'The Institute of Internal Auditors (IIA) Standard' অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের ফলো-আপ, ডকুমেন্টেশন এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যানুয়ালের পার্ট-৩ এ বিভিন্ন ফর্ম এবং পরিশিষ্টসমূহে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিটের দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এতে 'মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা কমিটি' ও 'অর্থ বিভাগের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা কমিটি'র কার্যপরিধি (ToR) এবং নৈতিকতার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, কর্তৃত্ব, দায়িত্ব এবং অবস্থানের রূপরেখা প্রদান করে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহে 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ' এবং 'ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল' সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারে অর্থবিভাগ সকলের সহযোগিতা আশা করে।



(ফাতিমা ইয়াসমিন)

সিনিয়র সচিব

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’ (PMBM Act – 2009) প্রণয়ন করেছে। এই আইনের আলোকে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তর সমূহে আর্থিক প্রক্ষেপণ, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সুচারুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত আইন ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় সরকারি অফিসগুলোকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস এবং অডিট পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। PMBM আইন-200৯-এর ১৯ ধারায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং PAO-এর কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা’ হলো বিশ্বব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার একটি (Toolkit) ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে এবং সংস্থার কার্যক্রম উন্নত করে, সম্পদের বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা উন্নত করে, যোগ-অভিযোগের সাথে বিধি-প্রবিধির সামঞ্জস্য করে। এটি দপ্তর-সংস্থা ও এর কর্মীদের মধ্যে জবাবদিহিতা বাড়ায়। এ লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য ‘ঝুঁকি ভিত্তিক নিরীক্ষা (RBA) ম্যানুয়াল’ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর (MDA) কে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম স্থাপনের জন্য একটি সুস্পষ্ট দর্শনকাঠামো প্রদান করবে। দক্ষ ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় নিয়োজিত নিরীক্ষকদের জন্য একটি নির্দেশক নীতি হিসাবেও কাজ করবে। উপরন্তু, এ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিদপ্তরসমূহে ঐক্য, অনুক্রম এবং সাদৃশ্য নিশ্চিত করবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক নিরীক্ষা নির্দেশিকা প্রয়োগ করার ফলে বেশ কিছু সুস্পষ্ট সুফল আসবে:

- I. **বহিঃ নিরীক্ষার ইস্যুসমূহ হ্রাস:** অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া হিসাবে ‘ঝুঁকি ভিত্তিক নিরীক্ষা’ ম্যানুয়ালটি কার্যকর করা হলে বহিঃ নিরীক্ষার ইস্যুগুলি হ্রাস পাবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সমাধান করা যাবে এবং বহিঃ নিরীক্ষার আপত্তির সংখ্যা কমে যাবে। কাজেই, সরকার ও জনগণের মধ্যে অনুবর্তী ও কার্যকর উন্নত সেবা প্রদানে এ সক্রিয় পন্থা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রহণ করতে হবে।
- II. **নির্ভরযোগ্য তথ্য অর্জন:** এ ম্যানুয়ালটি প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি সনাক্তকরণের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদানে গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত, যার দ্বারা আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতায় সহায়ক হবে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে কিনা এটি তা নিশ্চিত করবে।
- III. **সম্পদ ও কর্মক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস:** অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ‘ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি’ অবলম্বন করে ঝুঁকি-ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করবে এবং অদক্ষ ক্ষেত্রগুলো সংশোধন করবে। এটি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করে, পরিনামে অপচয় হ্রাস করে।
- IV. **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা:** অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকরা স্বাধীনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে সমন্বিত করার সুপারিশ প্রদান করে, ফলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সুশাসন উন্নততর হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, নৈতিক আচরণ এবং বিধি প্রবিধানের সাথে গৃহীত কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা নিরীক্ষা সুপারিশের মাধ্যমে নিরীক্ষকগণ তুলে আনে। এটি প্রতিষ্ঠান জুড়ে জবাবদিহিতার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠা করে।

মডেল ‘ঝুঁকি ভিত্তিক নিরীক্ষা’ ম্যানুয়াল তিনটি ভাগে বিভক্ত: পটভূমি, নিরীক্ষা পরিকল্পনা এবং নিরীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার গুণমান ও সর্বোত্তম অনুশীলনের লক্ষ্য রেখে এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইনস্টিটিউট (TheIIA) থেকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এই সনদ ও ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। এতে ধাপে ধাপে কার্যক্রমের ফরমসমূহ, পরিশিষ্টসমূহ এবং ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির’ দায়িত্ববলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পেশাদার সরকারি ও বেসরকারি খাতের কার্যক্রমে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের একটি প্যানেল এই চাটার এবং ম্যানুয়াল প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সাথে নিয়োজিত হয়েছেন। অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিরীক্ষা অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ’ স্কিমের অধীনে বহুদিনব্যাপী এ কার্যসম্পাদন হয়েছে।

যদিও চাটার এবং ম্যানুয়ালটি ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক মানের, তবে এগুলি সংশ্লিষ্ট ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট’ এবং ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির’ পর্যালোচনার ভিত্তিতে হালনাগাদ করা যাবে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনীয়তা এবং ‘নিরীক্ষা পরিধি অনুযায়ী’ সংশ্লিষ্ট ইউনিটের আকার ও সক্ষমতা নির্ধারণ করবে।

এ চাটার এবং ম্যানুয়াল প্রস্তুত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ পরামর্শকবৃন্দ বিশেষ করে যাচাই ও গ্রহণযোগ্যতা (Validation) পর্বে সময় দিয়েছেন এবং মূল্যবান মতামত ও পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

* * *